ষষ্টদশ দার্‌স

الدرس السادس عشر

স্বীয় পরিবারের সাথে তাঁর আচরণ

معاملته لأهله ﷺ

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে নবী করীম-ﷺ-এর আচরণের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, চারিত্রিক সকল উৎকর্ষ এক্ষেত্রেও সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি সর্বাধিক নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি সব সময় তাঁর পরিবারের প্রয়োজনাদির খেয়াল রাখতেন। মহিলাদেরকে মানুষ, জননী, স্ত্রী এবং কন্যা ও জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গণ্য ক'রে তাদের স্ব স্ব মর্যাদা দান করতেন। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন, "তোমার মা। তোমার মা। তোমার মা। তারপর তোমার বাপ।" তিনি-ﷺ-আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের কোন একজনকে পেলো, কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না, ফলে মারা গিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করলো, তাকে আল্লাহ (তাঁর রহমত থেকে আরো)দূর করুন!" তিনি-ﷺ-স্বীয় স্ত্রীর পান করা পাত্র নিয়ে নিজের মুখ সেখানেই লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে তাঁর স্ত্রী মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন। আর তিনি-ﷺ-বলতেন,

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي))

"তোমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম।"

তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যঃ তাঁর দয়ার বর্ণনা হলো এই যে, তিনি বলেন,

((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

"দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি দয়াবান আল্লাহ দয়া করবেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" আমাদের মহান নবী-ﷺ-এই মহান চরিত্রের বহু অংশের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই চরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে ছোট-বড়, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলের সাথে তাঁর আচার-আচরণের মাধ্যমে। আর এটাও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের আওতাভুক্ত যে, তিনি শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামাযকে লম্বা না করে হাল্কা করতেন। যেমন, আবূ ক্বাতাদা-رضي الله عنه-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ))

"আমি নামাযে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করি তা লম্বা করার কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ শুনে আমি আমার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করি, কারণ আমি শিশুর মাকে কষ্ট দিতে চাইনা।"

উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া এবং তাদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে, এক ইয়াহুদী বালক-সে নবীর খেদমত করতো-অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখার জন্য এসে তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করো।" ছেলেটি তার মাথার কাছে দন্ডায়মান স্বীয় পিতার দিকে তাকালে তার পিতা তাকে বললো, আবূল ক্বাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপনাম)-এর আনুগত্য করো। ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর একটু পরেই সে মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলতে বলতে তার কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি একে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।"